পিরোজপুরের চরখালী গ্রামের নারীদের ভোট প্রদানের স্বাধীনতা

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার চরখালী গ্রামের অধিকাংশ নারী ভোটাধিকার প্রদানে পূর্ণ স্বাধীনতা পাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর নতুন আলোয় তারা ভোটাধিকার প্রদানে সক্ষম হচ্ছে। এলাকার নারী ভোটার, জনপ্রতিনিধি, পুরুষ অভিভাবক ও পরিবারের সদস্য, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

ভান্ডারিয়ার নদমূলা শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের চরখালী গ্রামের নারী ভোটার সংখ্যা শতাধিক। এ গ্রামের অধিকাংশ নারীই ভোটাধিকারে স্বাধীন। দুই দিকে নদী বেষ্টিত এ গ্রামের বেশিরভাগ মানুষেরই পেশা জেলেবৃত্তি। উপজেলা সদরের নিকটবর্তী হওয়ায় এবং সরকারী প্রচার ও জনগণের সচেতনতার কারণে নারীরা ভোট দিতে আগ্রহী। এজন্য তারা স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাবজনিত বাঁধা অতিক্রম করতেও প্রস্তুত। হালিমা খাতুন (৫০) বললেন, আমি জীবনে চাইরবার ভোট দিছি, নিজের ইচ্ছায় ভোট দিই, যহন এলাকার মুরুব্বীরা মিল্ল্যা কোন একজন লোকরে ভোট দিতে কয়, আমরা সামনে সামনে রাজী হই, তয় ভোট সেন্টারে যাইয়া নিজের ইচ্ছামতো ভোট দিই। ভোট দেওয়ার সময় তো আর হেরা দ্যাহে না। এখনকার নারীরা বর্তমান যান্ত্রিক বাস্তবতার কারণেই ক্রমশ কৌশলী হয়ে উঠছেন। আত্মশক্তি বোধের উন্মেষের মাধ্যমে তারা দখল করে নিচ্ছেন নিজেদের অধিকারের জায়গাটি।

নদীভাঙ্গন কবলিত এই এলাকার অর্থনীতি প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর লড়াইয়ে পর্যুদস্ত ভঙ্গুর তা সত্ত্বেও শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা বেশি। জনগণ শিক্ষার ব্যাপারে ভীষণ উৎসাহী। একইভাবে নিজেদের অধিকার সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ী। প্রকৃতির বৈরিতা নিয়ে চরিত্রে জীবন ধারণের লড়াইয়ে নিয়ত প্রেরণা যোগায়। নৈমিত্তিক কর্মকান্ড জীবিকার অন্বেষা তাদেরকে ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। ঘর গেরস্থলি সামলে ও শতকরা ৯৯ জন নারী ভোটার নিয়মিত ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে যান। গৃহবধূ তাসলিমা (২৬) জীবনে একবার ভোট দিয়েছেন। তিনি বললেন, যত কাজ থাকুক ভোট দিতে যামুই, এডা আমার অধিকার, আমার এট্টা ভোটে আমার পছন্দের প্রার্থীর ঠগাজেতা অনেক কিছু নির্ভর করে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকার বাস্তব প্রেক্ষাপট আমাদের এরকম প্রচলিত ধারণা দিয়েছে প্রায় সকল প্রার্থী ভোট সন্নিকটে ভোটারদের অর্থ ক্ষমতা ব্যক্তিগত চাতুরী ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে জনমত ও নির্বাচনের রায় নিজেদের অনুকূলে আনতে চায়। কিন্তু এ এলাকার জনগণ সামাজিকভাবে সচেতন বলে পর্যাপ্ত শিক্ষিত না হয়েও ভীষনভাবে অধিকার সচেতন। এদের কোনভাবেই খুব সহজে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করা সহজ হয় না।

স্বভাবত ধর্মভীরু এদেশের অধিকাংশ নারীদের মতোই চরখালী ইউনিয়ন পরিষদের অধিবাসী নারীরা ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মভীরু মানসিকতারই পরিচয় দেন। সঠিকভাবে ধর্মীয় নিয়মকানুন পালন করা নেতাদের অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। মঞ্জুয়ারা বেগম (৩৫) বললেন, আমরা মুসলমান, যে ঠিকমতো ধর্মপালন করে, আল্লাহর পথে চলে তাকে তো আমরা ভোট না দিয়ে পারি না। এক্ষেত্রে তারা কখনো কখনো সামাজিক বা পারিবারিক প্রভাব অতিক্রম করে যান।

কোন কুসংস্কার বা ধর্মীয় গোড়ামী এ এলাকার নারীদের আচ্ছন্ন করতে পারেনি। ধর্মীয় উদারতা এ এলাকার নারীদের ভোটদানে উৎসাহিত করে তুলেছে। এলাকার মসজিদের মোয়াজ্জেম আঃ হামিদ হাওলাদার, এই গ্রামের মহিলাগো ভোট দেতে ধর্মীয় কোন বাঁধা নাই।

এনজিও কার্যক্রম সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে জানা গেছে এ এলাকায় এনজিও গুলো ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে তবে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম পরিচালনা করে না। তবে নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে ঘরোয়া ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত মিটিংয়ে ভোটাধিকার একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার এবং অবশ্যই ভোট দিতে ভোট কেন্দ্রে যাবার পরামর্শ দেন। সরাসরি অর্থ সাহায্য না দিলেও ভোট কেন্দ্রে ভোটের দিন যাবার জন্য বাড়ী বাড়ী রিক্সা পাঠায় প্রার্থীরা। ফাতেমা (৩০) বললেন, রিক্সায় ভোট কেন্দ্রে গ্যালেও ভোট দিই মোরা মোগো ইচ্ছামতো। এছাড়াও রওশন আরা (৫৫) জানালেন, কখনো প্রার্থীরা প্রাক্ ভোট সময়ে কাপড় টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করে সবাইকে তবে ভোটের কথা উল্লেখ করে না। সাবেক ইউপি সদস্য প্রবীণ অধিবাসী আঃ হামিদ বললেন, নারীরা এ এলাকায় কখনো ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। সকল নারী নিজেদের ইচ্ছেমতো পছন্দমতো প্রার্থীকে পছন্দ করে ভোট প্রদান করে।

পিরোজপুর জেলার চরখালী গ্রাম নারী স্বাধীনতা, নারী সচেতনতা ও নারী ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সারা দেশে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। তাদের এ অগ্রযাত্রায় সামিল হবে একদিন সারা বাংলাদেশের নারী ভোটাধিকার স্বাধীনতা বিহীন নারীরা।

সুপারিশ ঃ

১। সরকারী প্রচার প্রচারণা আরো জোরদার করা যেতে পারে।

২। ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন

৩। ভোটকেন্দ্রে যাতায়াতের ক্ষেত্রে পথ দূরত্ব সহনীয় করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৪। নবীনদের কুসংস্কার দূরীকরণে আরো অগ্রণী ভূমিকা পালন করাতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

রিপোর্টটি তৈরী করেছেনঃ রবিউল হাসান রবিন, বিপাশা মন্ডল, শেখ নুরুল আমিন ও শিপ্রা মন্ডল